অধ্যায় - ১২

১) কাকা মহাজনী ২) ধূমাল উকিল ৩) শ্রীমতি নিমোনকর ৪) নাসিকের মূলে শাস্ত্রী ৫) একটি ডাক্তারের অভিজ্ঞতা (বাবার লীলার)

বাবা ভক্তদের সাথে কিভাবে সাক্ষাৎকার করতেন এবং কিরূপ ব্যবহার করতেন, তার বর্ণনা এই অধ্যায়ে করা হয়েছে।

সন্তদের কার্য্য ঃ-

ঈশ্বরীয় অবতারদের উদ্দেশ্য সাধুজনদের পরিত্রাণ এবং দুষ্টদের সংহার করা। কিন্তু সৎপুরুষদের কার্য্য তো একেবারেই ভিন্ন। সন্তদের জন্য সাধু ও দুষ্ট প্রায় একরূপ। আসলে দুষ্কর্ম যারা করে, তাদের জন্যই তাঁদের বেশী চিন্তা এবং তাদের ঠিক পথে নিয়ে আসাটা তাঁদেরই কাজ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা ভবসাগরের দুঃখ শুকিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অগস্ত্য মুনি এবং অজ্ঞানের অন্ধকার নাশ করার জন্য সূর্য্যের সমান। সন্তদের হৃদয়ে ভগবান বাসুদেব বাস করেন। তাঁরা বাসুদেব থেকে পৃথক নন। শ্রী সাইবাবা এই শ্রেণীরই অবতার, যিনি শুধু ভক্তদের কল্যাণের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি জ্ঞান-জ্যোতিস্বরূপ ও তাঁর দিব্যপ্রভা অপূর্ব। তাঁর কাছে শত্রু, মিত্র, রাজা, ভিক্ষুক সবাই সমান। পাঠকগণ, এবার মন দিয়ে তাঁর কীর্তি শ্রবণ করুন। বাবা ভক্তদের জন্য নিজের দিব্য গুণ সমূহ পূর্ণ ভাবে প্রয়োগ করতেন এবং সদৈব তাদের সাহায্য করার জন্য তৎপর থাকতেন। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তাঁর কাছে পৌছতে পারত না। ওদের শুভ কর্ম উদিত না হয়ে থাকলে বাবার স্মৃতি বা তাঁর লীলা গান তাদের কান পর্যন্ত পৌছতে পারত না। তাহলে বাবার দর্শনের অভিলাষ মনে উৎপন্ন হওয়া কিভাবে সম্ভব হত? অনেক লোকেদের শ্রী সাইবাবার দর্শনের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তাঁর সমাধি পর্যন্ত কোন সংযোগ ঘটেনি। অতএব এরকম লোকেরা যাঁরা বাবার দর্শন লাভ হতে বঞ্চিত রয়ে গেছেন, তাঁরা যদি শ্রদ্ধাপূর্বক সাই লীলাগুলি শ্রবণ (বা পাঠ) করেন, তাহলে তাঁদের সাই দর্শনের সেই ইচ্ছে অনেকাংশে তৃপ্ত হয়ে যাবে। সৌভাগ্যবশতঃ যাঁরা কোন প্রকারে বাবার কাছে গিয়ে তাঁর দর্শন পেতেন, তাঁরাও বেশীদিন সেখানে থাকতে পারতেন না। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কেবল বাবার আদেশ কাল অবধি সেখানে

থাকতে এবং আদেশ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে স্থান ছেড়ে দিতে হত। অতএব এসব তাঁর শুভ ইচ্ছার উপরই নির্ভর করত।

কাকা মহাজনী ঃ-

এক সময় কাকা মহাজনী বম্বে থেকে শিরডী যান। ওঁর ইচ্ছে ছিল এক সপ্তাহ সেখানে থেকে গোকুল অষ্টমীর উৎসবে সম্মিলিত হবেন। দর্শনের পর বাবা ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন- "তুমি কবে যাচ্ছো?" প্রশ্নটা শুনে কাকা মহাজনী একটু আশ্চর্য্যই হন। উত্তর দেওয়া তো একটা দিতেই হবে। তাই উনি বলেন- "যখন বাবা আজ্ঞা করবেন।" বাবা পরের দিনই ফিরে যেতে বলেন। বাবার এক-একটি শব্দ আইনের মত মানা হত এবং সেগুলি অলঙঘ্যনীয়। কাকা মহাজনী আদেশনুসারে সেখান থেকে রওনা হয়ে যান। বম্বেতে অফিস পৌঁছে দেখেন যে, তাঁর শেঠ তার জন্য অতি উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন। তাঁর ম্যানেজার অসুস্থ হয়ে পড়ার দরুণ কাকার উপস্থিতি অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শেঠ শিরডীতে কাকার নামে যে চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন, সেটা বম্বের ঠিকানায় ওঁকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ভাউ সাহেব ধূমাল ঃ-

এবার একটা বিপরীত ঘটনা শুনুন। একবার ভাউ সাহেব একটি মোকদ্দমার ব্যাপারে নিফাড়ের আদালতে যাচ্ছিলেন। পথে উনি শিরডীতে নামেন। বাবার দর্শন করেই তক্ষুনি নিফাড়ের জন্য রওনা হতে উদ্যত হন, কিন্তু বাবার অনুমতি পান না। বাবা ওঁকে শিরডীতে আরো এক সপ্তাহ থাকতে আদেশ দেন। এর মধ্যে নিফাড়ের ম্যাজিষ্ট্রেট পেটের কষ্টে অত্যন্ত কাবু হয়ে পড়েন। তাই ভাউয়ের মোকদ্দমার দিন পেছিয়ে দেওয়া হয়। এক সপ্তাহ পর ভাউসাহেব রওনা হওয়ার অনুমতি পান। এই মোকদ্দমার শুনানি কয়েকমাস ধরে চলে ও চারজন বিচারকের সামনে প্রস্তুত করা হয়। অবশেষে ধূমাল মোকদ্দমাটি জিতে যান এবং ওঁর মক্কেল নির্দোষ ঘোষিত হয়।

শ্রীমতি নিমোনকর ঃ-

অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী নানাসাহেব নিমোনকর, এক সময় নিজের স্ত্রীর সাথে শিরডীতে এসে থাকছিলেন। নিমোনকর ও তাঁর স্ত্রী অনেকটা সময় বাবার সেবায় ও পবিত্র সঙ্গতিতে কাটাতেন। একবার এমন হলো যে, ওঁদের পুত্র বেলাপুরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই শ্রীমতি নিমোনকর সেখানে গিয়ে ছেলেকে এবং অন্যান্য আত্মীয়দের

সাথে দেখা করে কিছুদিন সেখানে থেকে আসবেন - এমনটি মনে-মনে ঠিক করেন। কিন্তু শ্রী নিমোনকর তাঁকে পরের দিনই ফিরে আসতে বলেন। শ্রীমতি নিমোনকর একটু সমস্যায় পড়ে যান। কিন্তু বাবা উপায় জুটিয়ে দেন। সাঠেওয়াড়ার কাছে বাবা নানাসাহেব ও আরো কিছু ভক্তদের সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শ্রীমতি নিমোনকর বাবার চরণ বন্দনা করে প্রস্থান করার অনুমতি চান। বাবা বলেন- "তাড়াতাড়ি যাও, ঘাবড়াবার কিছু নেই। শান্ত মনে বেলাপুরে চারদিন আনন্দ করে থেকে, সব আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা করে তারপরই শিরডী ফিরো।" বাবার শব্দগুলি কত সময়োপযোগী হয়েছিল! শ্রী নিমোনকরের আদেশ বাবা খারিজ করে দেন।

নাসিকের মূলে শাস্ত্রী জ্যোতিষী ঃ-

নাসিকে এক কর্মনিষ্ঠ, অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ওঁর নাম ছিল মূলে শাস্ত্রী। উনি ছটি শাস্ত্রের অধ্যয়ন করেছিলেন ও জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক শাস্ত্রেও ওঁকে পটু মানা হত। উনি একবার নাগপুরের প্রসিদ্ধ ধনী শ্রী বাপু সাহেব বুটী ও অন্যান্য ভক্তদের সাথে বাবার দর্শন করতে যান। বাবা অনেক রকম ফল কিনে মস্‌জিদে উপস্থিত লোকেদের সেগুলি বিতরণ করছিলেন। এমন সুন্দর ভাবে আমগুলি চারদিক দিয়ে টিপতেন যে, চোসামাত্রই সমস্ত রসটা মুখে এসে যেত। আঁটি ও খোসা সহজেই আলাদা হয়ে যেত। বাবা কলার খোলা ছাড়িয়ে সব ভক্তদের দিলেন ও খোসাগুলি নিজের কাছে রেখে নিলেন। মূলে শাস্ত্রী বাবার হাত দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। কিন্তু বাবা ওঁর অনুরোধে কান না দিয়ে ওঁকে চারটে কলা দেন। এরপর সবাই ওয়াড়ায় ফিরে আসে। এবার মূলে শাস্ত্রী স্নান করে পূজোর জোগাড় শুরু করেন। বাবাও নিজের নিয়মানুসারে 'লেণ্ডী'-র দিকে বেরিয়ে পড়েন। যেতে-যেতে উনি বলেন- "কিছু গেরুয়া রং আনো, আজ আমার বস্ত্র গেরুয়া রঙ করব।" বাবার কথার অভিপ্রায় কেউ বুঝতে পারে না। কিছুক্ষণ পর বাবা ফিরে আসেন। দুপুরের আরতির জোগাড় চলছিল। বাপু সাহেব যোগ মূলেকে আরতির সময়ে যাবেন কিনা জিজ্ঞেস করেন। তাতে মূলে জানান যে উনি সন্ধ্যার সময় বাবার দর্শন করতে যাবেন। তখন যোগ একলাই প্রস্থান করেন। বাবা আসনে বসতেই ভক্তরা পূজো আরম্ভ করে দেয়। এবার আরতি শুরু হয়ে যায়। বাবা হঠাৎ বলেন- "ঐ ব্রাহ্মণটির কাছ থেকে কিছু দক্ষিণা আনো।" বুটী স্বয়ং দক্ষিণা নিতে যান এবং বাবার বার্তা মূলে শাস্ত্রীর কাছে প্রকাশ করেন। মূলে শাস্ত্রী বেশ ঘাবড়ে যান-"আমি তো এক অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ, আমার কি দক্ষিণা দেওয়া উচিত হবে? যদিও বাবা এক মহান সন্ত, কিন্তু আমি তো তাঁর শিষ্য নই।" তবুও ওঁর মনে হয়

যে, যখন বাবার ন্যায় মহান সন্ত দক্ষিণা চাইছেন ও বুটীর মতন এক লক্ষপতি লোক সেটা নিতে এসেছেন, তখন সেটা অগ্রাহ্য করা যায় না। এই ভেবে নিজের কৃত্যটি অপূর্ণ রেখেই বুটীর সঙ্গে মস্‌জিদে গিয়ে পৌঁছন। নিজেকে পবিত্র ও মস্‌জিদ অপবিত্র- এই ভেবে খানিকটা দূরেই দাঁড়িয়ে রইলেন। সেখান থেকেই হাত জুড়ে বাবার উপর ফুল ফেলেন। কিন্তু অবাক কাণ্ড। হঠাৎ দেখেন বাবার জায়গায় সেই আসনে বিরাজমান ওঁর গুরু কৈলাশবাসী ঘোলপ স্বামীকে। নিজের গুরুকে ওখানে দেখে উনি খুব আশ্চর্যান্বিত হন। 'এটা কোন স্বপ্ন নয় তো? না। না! এটা স্বপ্ন নয়। আমি তো সম্পূর্ণ রূপে জাগ্রত। কিন্তু আমার গুরু মহারাজ এখানে কি করে পৌঁছলেন?' কিছুক্ষণ তো ওঁর মুখ থেকে একটি শব্দও বেরোয় না। উনি নিজেকে চিমটি কাটেন এবং আবার সমস্ত ব্যাপারটা বিচার করেন। কিন্তু তবুও বুঝতে পারেন না যে, ওঁর কৈলাসবাসী গুরু ঘোলপ স্বামী মস্‌জিদে কি করে পৌঁছলেন? তারপর সমস্ত সন্দেহ মিটিয়ে এগিয়ে যান এবং 'গুরু-র' চরণে পড়ে হাত জুড়ে স্তুতি করতে শুরু করেন। অন্যান্য ভক্তরা বাবার আরতি গাইছিল, কিন্তু মূলে শাস্ত্রী নিজের গুরুর নামের গর্জনা করছিলেন। এবার সব জাত-পাতের অহংকার এবং পবিত্রতা-অপবিত্রতার কল্পনা ত্যাগ করে উনি গুরুর শ্রী চরণে লুটিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে দেখেন বাবা দক্ষিণা চাইছেন। বাবার আনন্দস্বরূপ এবং তাঁর অনির্বচণীয় শক্তি দেখে মূলে শাস্ত্রী আত্ম বিস্মৃত হয়ে যান। ওঁর আনন্দের সীমা রইল না। চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে আনন্দে নাচছিল। বাবাকে পুনঃ নমস্কার করে এবং দক্ষিণা দিয়ে উনি বলেন- "আমার সব সংশয় আজ দূর হয়ে গেছে। আজ আমি আমার গুরুর দর্শন পেয়েছি।" বাবার এই অদ্ভুত লীলা দেখে ভক্তগণ ও মূলে শাস্ত্রী বিস্ময়াভিভূত হয়ে যান। "গেরুয়া রং আনো - আজ গেরুয়া বস্ত্র রঙ করা হবে" - বাবার এই শব্দগুলির অর্থ এবার সবাই বুঝতে পারল। এমন অদ্ভুত মহিমা ছিল শ্রী সাইবাবার।

ডাক্তার ঃ-

একবার এক মাম্‌লৎদার নিজের এক ডাক্তার বন্ধুর সাথে শিরডী আসেন। ডাক্তারের বক্তব্য ছিল- "শ্রীরাম আমার ইষ্টদেব। আমি কোন মুসলমানের সামনে নতমস্তক হব না। অতএব আমি শিরডী যেতে রাজী নই।" মাম্‌লৎদার ওঁকে বোঝান- "প্রণাম করতে তোমায় কেউ বাধ্য করবে না। অতএব তুমি আমার সাথে চলো, ভালো লাগবে।" শিরডী পৌঁছে ওঁরা বাবার দর্শন করতে যান। কিন্তু ডাক্তারকেই সব থেকে আগে এগিয়ে যেতে এবং সর্বাগ্রে বাবার চরণ বন্দনা করতে দেখে সবার খুব

আশ্চর্য্য লাগে। লোকেরা আর থাকতে না পেরে ওঁকে জিজ্ঞাসা করে বসে যে, ওঁর হৃদয় পরিবর্তন কিভাবে ঘটল? একজন মুসলমানকে কি করে প্রণাম করে ফেললেন? ডাক্তার জানান যে, উনি বাবার স্থানে নিজের ইষ্টদেব শ্রীরামের দর্শন পেয়ে তাঁকে প্রণাম করেছিলেন। এইরূপ বলতে-বলতেই পুণঃ শ্রী সাইবাবাকে সেখানে বসে থাকতে দেখেন। উনি আশ্চর্য্য হয়ে বলেন-"এটা কি স্বপ্ন? ইনি তো পূর্ণ যোগ অবতার।" পরের দিন থেকে উনি উপবাস শুরু করেন এবং এই স্থির করেন যে যতক্ষন বাবা নিজে ডেকে আশীর্বাদ না দেবেন, ততক্ষন মস্‌জিদে কদাপি যাবেন না। এই ভাবে তিনদিন কেটে গেল। চতুর্থ দিন ওঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু খানদেশ থেকে শিরডী আসেন। ওঁরা দুজনে বাবাকে দর্শন করতে মস্‌জিদে এলেন। প্রণাম ইত্যাদি হওয়ার পর বাবা ডাক্তারকে বলেন- "আপনাকে ডাকবার কষ্ট কে করল? আপনি এখানে কি করে এলেন?" এই প্রশ্নটি শুনে ডাক্তার তো একেবারে অবাক। সেই রাত্রিতেই বাবার ওঁর উপর কৃপা হয়। ডাক্তার নিদ্রাতেই পরমানন্দের অনুভূতি পান। বাড়ী ফিরে আসার পরও পনেরো দিন পর্যন্ত সেই দিব্য অনুভূতিতে নিমগ্ন ছিলেন। এই ভাবে ওঁর সাইভক্তি অনেক গুণে বেড়ে যায়।

এই ঘটনাগুলির, বিশেষতঃ মূলে শাস্ত্রীর গল্পটির, শিক্ষা এই যে আমাদের নিজের গুরুর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত। পরের অধ্যায়ে বাবার অন্যান্য লীলা বর্ণনা করা হবে।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।